ঢাকায় আশুরা পালন

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান আশুরা। মহররম মাসের ১০ তারিখে কারবালা প্রান্তরের হৃদয়বিদারক ঘটনার স্মৃতিতে এই অনুষ্ঠান পালন হয়। তাজিয়া নির্মাণ, মাতম, ধর্মানুসারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে নির্মিত হয়ে এবারের ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন... লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ছবি **আনোয়ার মজুমদার**

রাত ১২.০০ : হোসেনী দালান ও সংলগ্ন এলাকা। চারপাশে উৎসবের আমেজ। নারী-পুরুষ, কিশোর, তরুণী শিশু সবার চোখেই আনন্দ। উৎফুল্ল হয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি। হোসেনী দালানের সামনে লোকে লোকারণ্য। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা জনমানুষ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ ঘুমাচ্ছে, কেউ বসে জিকিরে রত। মধ্যরাতে তাজিয়া মিছিল বের হবে। মিছিলের প্রস্তুতি চলছে। শরীরে বিভিন্ন রকমের সজ্জায় তারা ব্যস্ত।

১২.৩০ : পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে। মাথা ধরে যাবার মত অবস্থা। কয়েকটি 'ধনিয়া ভাজা' বিক্রেতার ঝুড়ি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ধনিয়া বিক্রেতা এরশাদ জানালো, এই গন্ধ ধনিয়া ভাজার পোড়া গন্ধ। তাজিয়া মিছিলে যাওয়া ও 'মাতম' করতে আসা লোকজন

গাম্বে শহীদা নিয়ে তাজিয়া মিছিল

ধনিয়া ভাজা খায়। ধনিয়া ভাজা খাওয়া এখন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

১২.৫০ : হোসেনী দালানের অভ্যন্তরে জুতা পায়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। লোকজন বাইরে জুতা রেখে ভেতরে প্রবেশ করছে। দালানের মূল ফটকে প্রবেশ পথে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জুতা রাখার কয়েকটি কাউন্টার। কাউন্টারে জুতা রেখে টোকেন হাতে লোকজন দালানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। বিভিন্ন জুতার বিভিন্ন দাম রেখে টোকেন দেয়া হচ্ছে।

১.০০ : দালানের ভেতরে নারী-পুরুষ শুয়ে বসে আছে। এক পাশে চলছে 'বুক-চাপড়ে' মাতম। মাতমে কিশোর-তরুণের সংখ্যাই বেশি। ছোট্ট একটি জায়গা। প্রায় শ' খানেক কিশোর তরুণ 'হায় হুসেইন... হায় হুসেইন' বলে চিৎকার আর লাফালাফি করছে। অসহ্য গরম পড়েছে। ঘামে জামা-কাপড় ভিজে গিয়েছে সবার।

১.১০ : মাতম করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে দু'জন। একজনের নাম শরীফ অন্যজনের হারুন। তাদের হাতে পায়ে ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় মাতমের স্থান থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছে। দু'জনের চেহারায় সারাদিনের ক্লান্তি। জ্ঞান ফেরানোর জন্যে ওদের মুখে পানি ছিটানো হচ্ছে।

১.২০ : বাঁশ, রঙ বেরংয়ের কাপড়, ফুল আর কাগজ দিয়ে দুটি মাজার তৈরি করা হচ্ছে। মাজার তৈরি কাজ চলছে দ্রুত হাতে। এই মাজার নিয়ে রাত ২টায় মিছিল শুরু হবে।

রক্তাপ্লুত ছুরি মাতমে তরুণদে উন্মাদনা

শিশুদের কাছে দিনটি আনন্দের

হোসেনী দালান ইমামবাড়ার পাশেই বসেছে মেলা

রবিন ফুল লাগাচ্ছেন।

: এই মাজারের নাম কি?

: মাজারগুলোর নাম গাম্বে শহীদা।

: গাম্বে শহীদা তৈরির উদ্দেশ্য কি?

: ইরাকে ইমাম হুসেইন-এর রওজার আকৃতি এই রকমের। এদেশে বসে তার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এটি তৈরি করা হচ্ছে।

১.৩০ : দালানের ভেতর ছোট একটি কুঠরি। এটি প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হত। এখন সেখানে বেশ কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে। মাতমকারীরা এসে মন প্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে তাদের কামনা-প্রার্থনা করে একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে অনেকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

নয়া বাজারের ওমর শরীফ একটি মোমবাতির আগুনের ওপর হাত রেখে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শরীফ জানালেন, কলেজে পড়ুয়া এক মেয়ের সাথে কিছুদিন হলো তার প্রেম হয়েছে। আগুনের ওপর হাত রেখে তিনি ভালোবাসার শপথ নিচ্ছেন।

১.৪৫ : মোঃ আলম মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসেছেন। দালালের ভেতরে বসে ঝিমুচ্ছেন।

: এখানে কেন এসেছেন?

: অনেকেই আসে। মানুষে বলে এখানে আসলে ভাল হয়। তাই আসলাম।

: আপনি শিয়া না সুন্নী?

: আমি হানাফী।

হানাফীরা কোন নবীর অনুসারী– এই

মিছিল শেষে শান্তির গোসল

গায়ে সাজ পড়ে চলছে মিছিলে যাবার প্রস্তুতি

প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না তিনি।

১.৫০ : নিস্বরী– রসূল (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনি একটি স্থানে বসে বয়ান করতেন)

এর ওপরে বসে কেবলা রাশেদ হোসেন জায়েদী উর্দু ভাষায় বয়ান দিচ্ছেন। নারী-পুরুষ তন্ময় হয়ে বয়ান শুনছেন।

২.০০ : ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর খবর পৌঁছানোর দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদেরকে বলা হতো পাইক। পাইকদের একটি দল হুড়মুড় করে দালানে ঢুকে 'মাতম' শুরু করেছে। এদের অধিকাংশই তরুণ। বিভিন্ন জন এদের গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছে।

২.১০ : বিভিন্ন রং, আকৃতির কাপড়ের নিশান নিয়ে সবাই তৈরি হচ্ছেন তাজিয়া মিছিলের জন্যে। শিয়া, সুন্নী, হানাফী সকল সম্প্রদায়ের মুসলমান সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াচ্ছেন। সুন্নীদের পতাকার আকৃতি বিশাল। আর শিয়াদের তুলনামূলক ছোট। হোসেনী দালানের অভ্যন্তরে অসংখ্য মহিলা উৎসুক দৃষ্টিতে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

২.১৫ : মিছিল রাস্তায় নেমেছে। সবাই খালি পায়ে। জুতা পরে কাউকে মিছিলে অংশ নিতে দেয়া হচ্ছে না। সবার মুখে হুসেইন (রাঃ) কে নিয়ে গজল 'হায় আমার হুসেইন, হায় আমার ইমাম'। মিছিল হোসেনী দালান রোড ধরে নাজিমুদ্দিন রোডের দিকে এগিয়ে চলছে।

২.৩০ : হোসেনী দালান রোডের কোনো বাড়ির নারী-শিশুর চোখে ঘুম নেই। অধিকাংশ মহিলা, শিশু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছে। প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদ আর বারান্দায় উৎসুক মানুষের ভিড়। সবার চোখে মুখে আনন্দের ছাপ। অনেক মহিলা মিছিল-কারীদের পানি খাওয়াতে রাস্তায় জগ আর গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই জগগুলোর কোনো কোনোটিতে রয়েছে গোলাপজল দেয়া শরবত। মিছিলকারীদের অনেকেই তাদের কাছ থেকে পানি আর শরবত দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন।

২.৪০ : মিছিল নাজিমুদ্দিন রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খোলা তলোয়ার, ছুরি, চাকু, হকিস্টিক, পিস্তল হাতে একদল তরুণ বয়সী মিছিলের উল্টো দিক থেকে দৌড়ে এলো। হাবিবের হাতে বিশাল আকৃতির একটি গরু জবাইয়ের ছুরি। জানালো, ছুরি দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এটি ছুরি-মিছিল।

২.৫০ পরপর কয়েকটি বোমা ফাটার শব্দ হলো। গোটা ত্রিশেক পুলিশ দৌড়ে মিছিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারা জানালো, কিছুক্ষণ আগে সামনে দু' গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। একজনকে জবাই করা হয়েছে। কিছুদূর এগুতেই মিছিলটিকে পুলিশ ডান দিকে চেপে যেতে বলল। রাস্তার বাঁদিকে জবাই করা ছেলেটির রক্ত পড়ে আছে।

ঘোড়ার পা ধোঁয়ানোর পর পড়ে থাকা দুধ

৩.০০ : মিছিল এখন জেল-খানা রোডে। মিছিলে পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এবার মিছিলের পেছনেও বেশ কিছু পুলিশ দেয়া হয়েছে। জ্বলন্ত মশাল হাতে একদল তরুণকে দেখা গেল। এদের প্রত্যেকের হাতে পেট্রোল ভর্তি বোতল। মুখে পেট্রোল নিয়ে মশালের আগুনের দিকে ছুড়ে মারছে। এতে মশালের চারদিকে আগুনের কুন্ডলির সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.১৫ : মিছিলটি লালবাগের

কে.বি. রুদ্র রোড দিয়ে যাচ্ছে। এখানকার চিত্র আরও ভিন্ন প্রকৃতির। প্রতিটি বাড়ি খুবই গা-ঘেঁষা, বাড়ির ছাদগুলো মহিলা, তরুণী আর শিশুতে ভর্তি। কয়েকটি বাড়ির ছাদ থেকে রাস্তায় সিঁড়ি ফেলা হয়েছে। কিশোরী কয়েকটি মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে।

৫.০০ : ফজরের নামাজ পড়ে সবাই এখন বিশ্রামে গিয়েছেন। হোসেনী দালান ইমামবাড়ায় মানুষের সংখ্যা কমে না গেলেও সবাই কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। চারপাশে লোকজনের আনাগানো কমে এসেছে।

৬.০০ : আশুরা উপলক্ষে প্রতি বছর হোসেনী দালান ইমামবাড়া সংলগ্ন এলাকায় মেলা বসে। এই মেলাকে বলা হয় মহররমের মেলা। মেলার আকৃতি আর আয়োজন অন্যান্যবারের চেয়ে এবার অনেক কম হয়েছে বললেন চটপটি বিক্রেতা হাসান। তিনি আজ ছয় হাজার টাকার মাল নিয়ে এসেছেন। আশা করছেন সব মাল তিনি আজকের মধ্যেই বিক্রি করতে পারবেন।

৭.০০ : মোঘল আমলে এ অঞ্চলের নৌ-প্রধান ছিলেন মীর মুরাদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কামেল লোক। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেন– কেউ একজন তাকে বলছে, এখানে হুসেইনের মাজার প্রতিষ্ঠা করে শোক পালন করতে। তখন তিনি (১৬৪২ সাল) হোসেনী দালান ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে নায়েব, নাজিমরা এর দেখাশোনা করতো।

৮.০০ : সৈয়দ মাহতাব হোসেন হোসেনী দালান কমিটির সদস্য। তিনি একজন শিয়া সম্প্রদায়ের লোক।

: শুধু কি শিয়ারা এখানে আসে?

: শিয়া, সুন্নী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সবাই এখানে আসে। তবে শিয়ারা মাজার বেশি পালন করে।

: শিয়ারা কি কি ভাবে শোক প্রকাশ করে?

: ছুরি মাতম করে, আজ থেকে ৪০ দিন কোনো শিয়া মাজহাবের লোক বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে না। রঙিন পোশাক পরবে না।

: কি হয়েছিল এই দিনে?

: এই দিনে এজিদের হাতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নাতি হযরত হুসেইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন।

৯.০০ : হোসেনী দালানে মহিলারা দুধ দিয়ে ঘোড়ার পা ধুয়ে দিচ্ছেন। প্রায় মণখানেক দুধ আনা হয়েছে ঘোড়ার পা ধোয়ার জন্য। ইমাম হোসেইন (রাঃ)-এর ঘোড়ার মতো এই ঘোড়াটির মুখে মুখোশ লাগানো হয়েছে।

১০.০০ : সবাই তৈরি হচ্ছে, সারিবদ্ধভাবে। দাঁড়াচ্ছে। সকালের শোক

মিছিলের সম্মুখে থাকে বাদক দল

মিছিল বের হবে। সামনে দাঁড়ানো প্রত্যেকের হাতে পতাকা। পতাকায় বিভিন্ন রঙের ঝালর লাগানো। যে কোনো মুহূর্তে মিছিল শুরু হয়ে যাবে। পুলিশের কাছে গত রাতের মিছিলের অভিজ্ঞতা তেমন একটা সুখকর নয়। তাই এখন তারা আগে থেকেই তৎপর। মিছিলের সম্মুখ ভাগ ও পেছনে প্রচুর পুলিশের সমাগম।

১০.৩০ : মিছিল বকশীবাজার এলাকা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে মিছিলকে স্বাগত জানাচ্ছে। অনেকের হাতে মুরগি, কবুতর, শোলার তৈরি 'সেরা শিন্নি'। এগুলো তাদের মানত। 'গাম্বে শহীদা'য় তারা এগুলো দেবেন।

১১.০০ : গত বছর আশুরায় রহিমা 'গাম্বে শহীদা' থেকে একটি কবুতর মানত করে নিয়েছিলেন। তার বোন ছিল খুবই অসুস্থ। কবুতর খাওয়ানোর পর আল্লাহর ইচ্ছায় তার বোন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, বললেন রহিমা। তার মানত ছিল বোন সুস্থ হলে দ্বিগুণ দেবেন। তাই আজ তিনি দুটি কবুতর হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।

১১.৩০ : তাজিয়া মিছিল এখন ইডেন কলেজের সামনে। শুরু হয়েছে 'ছুরি মাতম'। একটি শিকলে দুদিকে ধারালো কতগুলো ছুরি বাঁধা। তরুণ বয়সী কয়েকজন সেগুলো খালি পিঠে মারছে আবার হেঁচকা টানে নিচে নামিয়ে আনছে। এদের অনেকের গায়ে গতবারের কাটা শুকিয়ে ফুলে রয়েছে। ছুরিগুলো পিঠে লাগার সঙ্গে সঙ্গে পিঠ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

১২.০০ : ছুরি মাতমে এবার অংশ নিয়েছে ১০/১২ বছরের এক কিশোর। ছুরির টানে তার পিঠ কেটে যাচ্ছে। রক্ত গড়িয়ে কোমরের অংশ ভিজে আছে। মাতমে অংশ নেয়া প্রত্যেকের গায়ে গোলাপজল ছেটানো হচ্ছে। রক্তে যাদের পিঠ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে তাদের পিঠে গ্লাস ভর্তি গোলাপজল ঢালা হচ্ছে।

১২.১০ : নিউমার্কেট চৌরাস্তায় আলম আর সোহেল ভ্যানের ওপর দাঁড়িয়ে মিছিলের লোকদের শরবত খাওয়াচ্ছেন। ভ্যানের ওপর দুটি বিশাল ড্রাম। আলম জানালেন, তার বাবা একজন লোহা ব্যবসায়ী। প্রতিবছর আশুরায় তিনি মিছিলের লোকদের জন্য বিনামূল্যে শরবতের ব্যবস্থা করেন।

১.০০ : জিগাতলায় এসে মিছিল থেমে গেল। গাম্বে শহীদা, নিশান মিছিলে আনা প্রায় সবকিছুই ধানমন্ডি লেকের পানিতে ডোবানো হচ্ছে। ছুরি মাতমকারীরা সেই পানিতে গোসল করছে।

১.৩০ : লেকের পাশে ইট বাঁধানো চত্বর, সেখানে প্যান্ডেল টানিয়ে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোকজন নামাজ পড়ছেন, অজু করছেন।

২.০০ : সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ছাত্র শাহজাদা একজন শিয়া মাজহাব অনুসারী। সারাদিন তিনি ছুরি মাতম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। গোসল করতে লেকে নামছিলেন। বললেন, তাদের এই কাটা জায়গায় শুধু গোলাপজল ও 'গাম্বে শহীদা' ডোবানো পানি ব্যবহার করা হয়। কোনো ওষুধ তারা দেন না। কিন্তু তাতে কাটা জায়গায় কোনো ইনফেকশন হয় না।

২.৩০ : জিগাতলার ধানমন্ডি লেক এলাকায় লোক সমাগম কমে আসছে। নামাজ শেষে সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। কাঁধে শিশু আবীরকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সেলিম। জানালেন, আশুরার মূল অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। তবে আজ থেকে চল্লিশ দিন পর ইমাম হুসেইন-এর চল্লিশা পালন করা হবে।